দর্শনার ধীরু বাউল সহ ১০ জনকে সম্মাননা

অপ সংস্কৃতি রুখতে ও গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকজ অনুষ্ঠান বেশী বেশী প্রচার ও প্রসার করতে গত বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন ব্যাপি ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী অডিটোরিয়ামে দুই বাংলার (ভারত-বাংলাদেশ) কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নিয়ে মিলন মেলা ও সম্মেলন অনুষ্টিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ও চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান ধীরু বাউল ও কলকাতার শিল্পী ড.শিবানি দাসের কন্ঠে লালন সাঁইজির বিখ্যাত বাণী”” মিলন হবে কতদিনে” গানের মধ্যে দিয়ে শুভ সুচনা করা হয়।

কলকাতা বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংগঠনের সভাপতি ড. রাধাকান্ত সরকারের সভাপতিত্বে দুদিন ব্যাপি এ বর্ণাঢ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ফরিদা ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ফরিদা ইয়াসমিন বলেন দেশে বা বিদেশে মাটিরগান লোকগান বাউল জারিগান, বিচ্ছেদি, যাত্রা নাটক হারাতে বসেছে।এক সময় গ্রামের বাঁশতলা বটতলা, হাটেরমোড়ে, বড় উঠানে এ সব লোকজ অনুষ্টান হইতো, তখন গ্রামের সব বয়সি মানুষ রাত জেগে বসে বসে শুনতো। কত ভালো না লাগতো। বর্তমানে সেই সব মাটিরগান সহ অন্যান্য অনুস্ঠান না থাকায় আমরা যেন রুক্ষ মেজাজি বদ মেজাজি হয়ে বড়দের সম্মান না দিয়ে ইচ্ছেমত চলছি।তবে দেরীতে হলেও কলকাতা বিশ্ববংগ সাংস্কৃতিক সংগঠন যে এতো বড় একটি দায়িত্ব নিয়ে দুই বাংলার কবি শিল্পীদের মিলনমেলা ঘটাতে পেরেছে তার জন্য সংগঠনটিকে ধন্যবাদ। তিনি বললেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা মহদ্বয়ের সাথে গত সপ্তাহে বেশ কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, সেখানে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক অনুস্ঠান দেখলাম,তবে আমার দেশের মাটিরগান বাউলগান বিচ্ছেদগানের যে সুর টান তা পেলামনা।তবে আমি কথা দিচ্ছি বাংলার চিরায়ত রুপ মাটিরগান ও লোকসংস্কৃতি উজ্জিবিত করতে আমার দেশে যত সহযোগিতা দরকার তা করবো,প্রয়োজনে সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা প্রার্থনা